R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/.

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের—
প্রতিদিনের ১
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ
সার্ভিস সেন্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৭৮শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে পৌষ বুধবার, ১৩৯৮ সাল
৮ই জানুয়ারী ১৯৯২ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

অর্থ তছরূপের দায়ে ডাক্তার, ক্লার্ক ও হেলথ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ৩০ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর ট্রেজারী থেকে আহিরণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভুয়া পে-বিল পাশ করাতে এলে তা ধরা পড়ে ও তদন্ত শুরু হয়। খবরে প্রকাশ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জনৈক কর্মী ৩০ ডিসেম্বর ম্যালেরিয়া হেডের পে-বিল ১৬,৭৪৬'০০ টাকা পাশ করানোর জন্য জমা দিলে ট্রেজারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মী সুশান্ত দাস ঐ বিল সন্দেহজনক বলে আটক করেন। কারণ-স্বরূপ তিনি জানান ঐ একই হেডে দু'দিন আগে ২৮ ডিসেম্বর একটি বিল ১৬,৬৬৬ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে এবং তা পাশ করে ক্যাশ কাউণ্টারে পাঠানও হয়। আরও জানা যায় দুটো বিলেই নাকি ১নং কর্মীর নাম এক থাকায় সুশান্তবাবুর সন্দেহ হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি ট্রেজারী অফিসারের গোচরে আনলে ট্রেজারী অফিসার এস ডি ও কে জানান। এস ডি ও তদন্ত শুরু করেন এবং দুটো বিলই পেমেণ্ট না করে আটকিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পিয়ারাপুরের রেশম শিল্পীরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের পিয়ারাপুর রেশম শিল্পের পীঠস্থান। গ্রামের প্রত্যেকটা ঘরে তাঁতকল। প্রায় এক হাজার তাঁতি এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কলকাতার বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখান থেকে কাপড় কিনে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রী করেন। গ্রামোদ্যোগ ভবনের সার্টিফিকেট হোল্ডার ঐ সব ব্যবসায়ীরা ধারে কাপড় কিনে নিয়ে গিয়ে টাকা পরিশোধে টালবাহানা করেন। এ অভিযোগ পিয়ারাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ এর চেয়ারম্যান বরুণকুমার দাসের। ৮৯-৯০ উক্ত সংস্থার অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ ১৮,১৬,৫০১ টাকা। অথচ টাকার অভাবে ঐ সমবায় সমিতির দু'শো জন তাঁতির ২৮ হাজার টাকা মজুরী বকেয়া পড়ে আছে। অপর দিকে ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হলেও টাকা না পাওয়ায় ঐ সমিতি অচলাবস্থার সম্মুখীন। ঐ গ্রামের অন্য এক সংস্থা বিবেকানন্দ রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘের যুগ্মাদক বীরেন্দ্রনাথ দাসের অভিযোগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক মঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রদানে নানা রকম টাল-বাহানা করছেন। এই শিল্পের বর্তমান প্রধান সমস্যা হলো সুতোর অভাব। বীরভূম ও মালদা থেকে রেশমের যে সুতো আসতো তা এখন গোপন পথে মালদার গোপালগঞ্জ হয়ে বাংলা-দেশ চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে বড়সিমুল এবং কুতুবপুর ঘাট দিয়েও সুতো বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ। এর ফলে সমিতির প্রস্তাবিত দর প্রতি কেজি ছশো টাকা মূল্যের সুতো বাজার থেকে আটশো টাকায় কিনতে হচ্ছে। তাছাড়া রোলিং ভর্ণা, কাঁট ঘাই এবং গরদ টুইসটিং সুতোর সংমিশ্রণের বর্তমান যে দর তাতে করে রেশম সিল্ক কেরালিয়ান মসলিনের দাম কাপড় প্রতি তিনশো থেকে চারশো টাকা বাড়ার সম্ভাবনা। সমিতি ভুক্ত তাঁতিরা মজুরী পান সপ্তাহান্তে ১৬০ টাকা প্রতি তিনজনে। হিসাবটি এ ধরনের একটি কাপড় বুনতে সাতদিন সময় লাগে তিনজন তাঁতির এবং প্রত্যেক কাপড়ের বুননি মজুরী পান ১৬০ টাকা। সমিতি বহির্ভূত তাঁতি দের অবস্থা আরো সঙ্গীন। তাঁরা প্রতি তিনজন সপ্তাহান্তে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বিক্ষুব্ধদের কনভেনশনে পার্টি ত্যাগ করলেন বহু সদস্য

ধুলিয়ান : গত ৪ জানুয়ারী আর এস পি দলের বিক্ষুব্ধদের নিয়ে কনভেনশন ডাকেন দলের স্থানীয় নেতৃস্থানীয় জগন্নাথ চৌধুরী, নওসাদ আলী, সুধাংশু সরকার, রবি চৌধুরী এবং সাহেবজান মুন্সী। এই কনভেনশনে প্রায় এক হাজার সদস্যের উপস্থিতিতে দলের স্বেচ্ছা-চারিতার বিরুদ্ধে সকলে গর্জে ওঠেন। পরে ৫৬ জন লোকাল কমিটির সভ্যসহ এক হাজার জন দলত্যাগ করে ফরওয়ার্ড (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

প্রস্তাবিত বাসষ্ট্যাণ্ড বিশ বাঁও জলের তলে

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় প্রস্তাবিত বাসষ্ট্যাণ্ডটি হবার মুখে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পূর্ত ও সড়ক বিভাগ বলে খবর। স্থানীয় পুরসভা সূত্রে জানা যায় শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরসভার খরচে বাসষ্ট্যাণ্ডটি নির্মাণ হবে বলে ঠিক হয়। সেই অনুযায়ী পূর্ত বিভাগকে প্রস্তাবিত বাস-ষ্ট্যাণ্ডের অধিগৃহীত জায়গাটি (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

কাষ্টমসের হানায় বাংলাদেশী গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর : গত ৫ জানুয়ারী সকাল ১০টা নাগাদ মিঠিপুর গ্রামে হানা দিয়ে কাষ্টমস কর্মীরা ২ জন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ ঐ দিন ৯/১০টি টাঙ্গা ভর্তি প্রায় ১৫০ জন বাংলা-দেশী বোলতলা ঘাট পার হয়ে শহরের দিকে মাল খরিদ করতে যাওয়ার সময় কাষ্টমস কর্মীদের তারা খেয়ে আত্মগোপন করতে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। বাড়ী বাড়ী হানা দিয়ে একটি শিশুসহ ২ জন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে পৌষ বুধবার ১৩৯৮ সাল

জেরবার

আজকাল আশ্চর্য কী জিনিস জানিতে চাহিলে স্বচ্ছন্দে বলা যায়—পণ্যসামগ্রীর মূল্য-বৃদ্ধি না হওয়া। বস্তুতঃ জিনিসপত্রের দাম দফায় দফায় এমন বাড়িয়া চলিতেছে যে, মানুষের স্নায়ুতন্ত্র তাহার ক্রম-আঘাতে খসাড় হইয়া পড়িয়াছে; উপলব্ধির ক্ষমতা সে হারাইয়াছে। তাই ইংরাজী নববর্ষের সূচনায় সব জিনিসের দাম যে বাড়িয়া যাইবার ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও কেহ দিশাহারা হয় নাই। আর দিশেহারা হইলেই বা কী হইবে?

পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রক হইতে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে চলতি ইংরাজী বৎসরের সূচনাতেই। কয়লা, চাল ও গমের দাম পূর্বেই আকাশ-চুম্বী হইয়া বসিয়া আছে। মানুষ যে শুধু ভাতে-ভাত ফুটাইয়া খাইবে বা খানকতক শুকনা রুটি চর্বণ করিয়া উদর জ্বালা মিটাইবে, তাহার উপায় থাকিতেছে না।

চাল ও গমের দাম বাড়িবার সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হইতে পারে যে, সারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ইহার কারণ। কিন্তু গত বৎসর ও বর্তমান বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন খুব ভালই হইয়াছে। সারের দাম বাড়িলেও আনুপাতিক হারে চাল ও গমের এমন মূল্য-বৃদ্ধির কথা নয়। কিন্তু সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকানে খাদ্যশস্যের দাম বাড়াইয়া দেওয়ায় খোলা বাজারে তাহার বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। এই ধানের মরশুমে চালের যে দর, তাহাতে আশঙ্কা হয়, চাল অন্য সময়ে কেজি প্রতি ১২ টাকা না হয়।

ভারত ছাড়া সব দেশেই পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য নিম্নমুখী; কেবল এখানে তাহা ঊর্দ্ধগামী। আর তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়িবে পরিবহনের উপর। ফলতঃ সর্ব-প্রকারের জিনিস পুনরায় বর্দ্ধিত মূল্যের তিলক পড়িবে, জনগণের দুর্গতি ক্রমেই বাড়িবে। কেরোসিন চড়া দরে কিনিতে হইবে। রান্নার গ্যাস কিনিতে মধ্যবিত্তের চক্ষু চড়কগাছ হইবে। কয়লার দিকে হাত বাড়াইবার উপায় নাই। কোল ইণ্ডিয়া কয়লার উৎপাদন বাড়াইয়া লোকসানের মাত্রা কমাইলেও সরকার কয়লার দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিদ্যুৎ, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পের উপর তাহার অনিবার্য প্রভাব পড়িবে।

সরকারের বাজেটে ঘাটতি কম দেখাইবার জন্য এত সব ক্রিয়াকাণ্ড—তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেটে ঘাটতির মাত্রা যাহাতে কম দেখাইয়া বর্তমান সরকার জনগণের আস্থাভাজন হইতে পারেন; তাহার জন্যই এই সব ব্যবস্থা বলিয়া মনে করাও চলে।

দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। অন্তর্ধারে মুদ্রাস্ফীতি সাঁড়াশির এই দুই দাঁড়া আজ সাধারণ মানুষকে জেরবার করিয়া ছাড়িতেছে। "হবে তা সহিতে....."।

ছিঃ! লজ্জা পাবেন না

ভারতবর্ষের উপর দিয়ে আর্থিক বিপর্যয় প্রবাহমান। ঋণগ্রস্থ হতে হতে আজ মৌলিক অসাম্যাবস্থায় এসে পড়েছে আমাদের স্বপ্নের দেশটি। তাই আই এম এফ এর যে কোন সর্ত্তই সে মানতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্যই আর্থিক। বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণের জন্য তাই অর্থের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এর এলে অর্থের মান প্রতিবেশী বাংলাদেশ কিংবা নেপালী মুদ্রার তুলনায়ও হ্রাস পেয়েছে। এ যেন 'খাদে পড়লে হাতি চামচিকেতেও মারে লাথি'র মত অবস্থা।

অন্যদিকে দেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী তথা প্রাক্তন বাম অর্থনীতি বিশারদ মনমোহন সিং মহাশয় রুগ্ন শিল্পে ভরতুকী দিয়ে অর্থাৎ ক্ষতি স্বীকার করে চালাতে রাজি নন জানিয়ে দিলেন। তাই চলছে বন্ধ পর্ব, ছাঁটাই পর্ব। পরে দেখা গেল সেটি আই এম এফ এর ঋণ প্রদানের একটি অন্যতম শর্ত। ছাঁটাই শ্রমিকেরা কি করবে? 'তার জন্য ধনতান্ত্রিক দেশের সরকার দায়ী নয়: জন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হলে চিন্তা করা যেত!' এটি অব্যক্ত বক্তব্য সরকারের।

শিল্প এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির যে বেসরকারীকরণের প্রবণতা তা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা অর্থাৎ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রকে টাটা জানিয়ে অন্য টাটার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া; যা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার প্রতি আশক্তিকেই নির্দ্দেশ করে! এ এক বিচিত্র দেশ, স্পর্শকাতর জনসাধারণকে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে—তাদের যোগ্য নীতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে দেখিয়ে। কিন্তু তাঁদের মৌলিক নীতিগুলি সুকৌশলে মুছে দেওয়া হচ্ছে। ওঁ তুষ্ট ওঁ তুষ্ট বলে মাঝে মাঝে শান্তি জল ছিটিয়ে ছিচ্ছেন সরকার চাকরীজীবীদের জন্য পে-কমিশন বসিয়ে। তাও এখন বন্ধ ব্যয় সংকোচ করার অজুহাতে। তোমরা ব্যয় সংকোচ কর, আমরা এই ফাঁকে পকেট ভরি। কারণ এ সুযোগ পরে পাবো না। সব যে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে! পরে তো 'সরকার বলে কিছু থাকবে না'। টাটা বিড়লার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুদূর ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ থেকে আসবে ফোর্ড মোবিল অয়েল, টেক্সম্যাকো, মেদারল্যাণ্ড থেকে রয়াল ডাচ আরও অনেকে। বর্তমানের সরকারী কার্য-কলাপ তো এরকমই। "ধৈর্য্য ধর বৎস, সময় তোমাদের উত্তর দেবে, এখন তো কেবল বাতাবরণ সৃষ্টি করছি মাত্র বুশের ন্যু ওয়ার্ল্ড অর্ডার-এ যোগ না দিয়ে উপায় আছে? দেখছো না চীনকে কেমন হুমকি দিল অথচ আমাদেরকে ঋণ দিল!"

ঋণ নিচ্ছে সরকার। ঋণের বোঝা বইছে নিরীহ জনসাধারণ। ঋণের গন্তব্যস্থল আমলাদের কোষাগারে। আমাদের দেশে একটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে তাদের মটো 'লুটে লুটে নে রে ভাই, লুটে পুটে নে'। ছিঁটে ফোটা একটু আধটু তাদের পাত্র উপচিয়ে আসছে দরিদ্রের কুটিরে, কবির সুরে "দীন দুখীনি মা যে তোদের/এর বেশী আর সাধ্য নেই।"

দেশের মোট ঋণ এবং কালো টাকার পরিমাণ সমান। কিন্তু সরকারের এমন কোনো মেশিনারী জানা নেই যা দিয়ে ঐ কালো টাকা উদ্ধার করা যায়। সমস্ত মেশিনারী অকেজো, সঠিক হলেও স্বল্পস্থায়ী। তাছাড়া গণতান্ত্রিক দেশে পুঁজিবাদ চালু থাকবে, কিন্তু পুঁজিবাদী থাকবে না, তা কি হয়?

দেশের ঐ কালো টাকা দেশীয় অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে একটি সমান্তরাল অর্থনীত সৃষ্টি করেছে। ঐ সমান্তরাল অর্থনীতি এমন ধারালো যে যখনই মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে গেছে অমনি গর্দান কচাৎ।

তবুও রক্ষে যে কালোটাকা ওয়ালারা স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করেনি অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী-দের মত। তাছাড়া বুশ সরকারের ঋণগ্রহীতা দেশকে দেওলিয়া ঘোষণার আইন নেই, থাকলে দেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলকে ক্রোক করে নিতো।

—গোপালেশ সাহানী

আবোল-তাবোল

অনুপ ঘোষাল

ব্রহ্মজ্ঞান

গুরু শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছেন—ব্রহ্মজ্ঞান হলে আত্মপর দূর হয়। সর্বভূতে ঈশ্বর তথা ব্রহ্ম। আমিও যে তুমিও সে কোন ভেদ নেই। কোন বস্তুকে আমার আমার বলে আঁকড়ে ধরতে যাওয়া মিছে। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। স্ত্রীই বা কে, পুত্রই বা কে? নিজের নিজের করে ভাবলে বেড়ালে বড় কষ্ট।

শিষ্যদের সংশয় ঘোচে না। এ বড় গূঢ় তত্ত্ব। এক শিষ্যের বুকের মধ্যে গেঁথে গেল গুরুদেবের বাণী। এক প্রসন্ন প্রত্যুষে গুরুপত্নীকে নিয়ে ভেগে পড়ল। কে কার স্ত্রী পৃথিবীতে, সব মিথ্যে। গুরু হাহুতাশ করতে থাকেন, শাসন করবার মুখ নেই।

আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীরা নেমন্তন্ন বাড়িতে নিজের ছেঁড়া চপ্পল রেখে অন্যের নতুন জুতো পদগত করে চলে যাচ্ছেন নির্বিকার। আমার জুতো তোমার জুতো, তোমার জুতো আমার—ভেদবুদ্ধি নেই। রেলে উঠছেন বিনে টিকিটে, রেল জাতীয় সম্পত্তি, বাপের সম্পত্তির চেয়েও শক্ত দাবী। বাসে উঠলে কণ্ডাক্টরকে বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে ভাই। তোমার বাস আমার বাস, সবাইকে নিজের করে নিতে শিখেছি।'

ঠাকুর বলেছিলেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ রামকৃষ্ণ ভক্তের দল ব্যাঙ্কে টাকা না রেখে জমি (অর্থাৎ মাটি) করে রাখছেন। টাকা তো মাটিই। কালক্রমে এই মাটি যখন ফের টাকা হয়ে উঠবে, আঙুল ফুলে কলাগাছ।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'অর্জুন, তুমি অযথা ব্যাকুল হচ্ছ। এই দ্যাখ, আমি সবকে মেরে রেখেছি। তুমি নিমিত্ত মাত্র।' কেষ্ট বাক্যি শিরোধার্য করে সারা পৃথিবী খুনের খেলায় মেতে উঠেছে। খুনীরা তো গীতানুসারে অপরাধী নয়, নিমিত্ত মাত্র। যে ব্যাটা পেটে চাকু খেয়ে চোখ উল্টে দিলে, তাকে তো ঈশ্বর মেরেই রেখেছিলেন। খুনে বেচারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছে মাত্র। সে তো ঈশ্বরের লীলাসঙ্গী বই কিছু নয়।

ডাক্তার ভুল ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগী মেরে ফেলছে, মেটার্নিটি ওয়ার্ড থেকে কুকুরে সদ্যোজাত শিশু মুখে নিয়ে দৌড় দিচ্ছে, মাতাল ড্রাইভার লরির তলায় জ্যান্ত মাথা পিষে দিচ্ছে। ব্রহ্মজ্ঞানী বলছে, 'আয়ু তো ওপরঅলা ঠিক করেই পাঠিয়েছেন সবকে। কার খেল্ কবে ফুরোবে সে নিয়ে মিছে মাথাব্যথা কেন?'

মেয়ের বাপকে লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে ঠেসে ধরছেন হবু বেয়াইমশাই। কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগ্যটির চমকে উঠে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। হাত জোড় করে বলির পাঁঠার মত কাঁপছে। শাহেনশা ছেলের বাপ নেশায় ঢুলুঢুলু করে বলছেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছে। আমাকে দিয়ে তিনি যা বলাচ্ছেন, তাই বলছি। তাঁর ইচ্ছে বিনে আপনার একটা ছুঁচ নেবার সাধ্যি কই!'

অন্ধকার গলিতে চাকু চমকে ছিনতাই করতে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী বলছেন, 'ত্যাগেই আনন্দ। সব ঝেড়ে দিয়ে দিন। প্রাণ খুলে দিতে বড় আরাম স্যার! ঈশ্বর আমাকে দিয়ে এই ত্যাগে সহায়তা করাচ্ছেন মাত্র। আপনি ভাগ্যবান!'

ব্রহ্মজ্ঞানী আর ঈশ্বর ভক্তে ছেয়ে গেছে সংসার। ফোঁটা তিলক কেটে মহাজন বাঁ হাতে মালা ঘোরাচ্ছেন, ডান হাতে সুদের হিসেব কষছেন নিখুঁত। হাজার টাকার সুদের দায়ে গরীবের এক বিঘে জমি হাপিয়ে যাচ্ছে। মহাশয় মৃদু হেসে ঠাকুরের বাণী আওড়াচ্ছেন, 'বিষয় বিষ রে বিষ। আর দু বিঘে যে রইল, সেটি আমার যেদিন লিখে দিবি সেদিন বুঝবি ঝাড়াঝাপ্টা হবার কী আনন্দ।'

সেই ব্রহ্মজ্ঞানী মহাজনের বাড়িতে রাতে ডাকাত পড়ল। ডাকাতও তো ব্রহ্মজ্ঞানী! সে খাঁড়া উঁচিয়ে বললে, 'তোকে উদ্ধার করতে এলুম রে ব্যাটা!' মহাজন ডাকাতের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন, 'ওরে সব ঈশ্বরের, শুধু মুণ্ডুটা আমার। ঐ টুকু রেখে দে বাপ।' সুদখোরের হাতে সর্বস্বান্ত হয়ে ডাকাত হয়েছে, অনেক তত্ত্বকথা শোনা আছে তার! খাঁড়ার কোপ বসাবার আগে ডাকাত চিৎকার করে বললে, 'জয়তারা! ভয় কীসে তোর? পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যা।'

হেলথ এ্যাসিষ্টান্ট গ্রেপ্তার

(১ম পাতার পর)

প্রায় ৫০ জন কর্মী মাসের ১ তারিখে বেতন না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা ব্লক মেডিক্যাল অফিসারের কাছে ডেপুটেশন দেন, সঠিক ঘটনা জানার উদ্দেশ্যে ২ জানুয়ারী এই প্রতিবেদক আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করলে ভারপ্রাপ্ত ক্লার্ক বিজয় তেওয়ারী আমার

পুনরায় বিদ্যুৎ রেডে ধৃত ১

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৪ জানুয়ারী স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের ষ্টেশন সুপার ও এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ারের যৌথ উদ্যোগে বেআইনী বিদ্যুৎ সংযোগ উদ্ধারে রেড করা হয়। সুজাপুর, চড়কা, দফরপুরে রেড চালিয়ে দফরপুরের নওসাদ সেখকে বেআইনী সংযোগের অপরাধে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বেশ কিছু তার ও সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা যায়।

জিনদীঘি হাই স্কুলে কমিটি নির্ব্বাচন

সাগরদীঘি : গত ৩০ ডিসেম্বর জিনদীঘি হাই স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি নির্ব্বাচনে সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য্য। উল্লেখ্য বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা কাল থেকে সামসুল ডবরোজের গোষ্ঠী বলে কথিতরা ম্যানেজিং কমিটি দখল করে ছিলেন। এই প্রথম তাঁদের দলের পরাজয় হলো।

---

২৮ তারিখে জমা দেওয়া বিলে ডিডাকসনে গ্রুপ ইনসিওরেন্সের টাকার ভুল থাকায় তিনি ৩০ জানুয়ারী ডুপ্লিকেট অপর একটি বিল ট্রেজারীতে জমা দেন এবং পূর্বের বিলটি ক্যানসেল করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু ট্রেজারী সে কথায় গুরুত্ব না দেওয়ায় কর্মীরা মাইনে পেলেন না। পরবর্তীতে এস ডি ওর তদন্তে ধরা পড়ে ২৮ তারিখ জমা দেওয়া ও ৩০ তারিখ জমা দেওয়া বিলে বহু নামের গোলমাল রয়েছে। ফলে সন্দেহ যে এই ভাবেই ভুয়া বিল পাশ করিয়ে অর্থ তছরূপের চেষ্টা হয়। তদন্তে আরও জানা যায় গত ১৯৯০ থেকেই এই কারসাজি করে মাসিক বেতনের তুটি করে বিল সুকৌশলে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং লক্ষাধিক টাকা ক্লার্ক আত্মসাৎ করেছেন। গত ৩ জানুয়ারী পুলিশ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সৌরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ক্লার্ক বিজয় তেওয়ারী এবং হেলথ এ্যাসিষ্টেন্ট হীরু ঘোষালকে গ্রেপ্তার করে। গত ৪ জানুয়ারী তাদের জামিনের আবেদন কোর্ট থেকে খারিজ হয়েছে বলে জানা যায়। সন্দেহ ক্লার্ক বিজয় তেওয়ারী হেলথ এ্যাসিষ্টেন্ট হীরু ঘোষালের সহযোগিতায় নবাগত ডাক্তার মজুমদারের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে এই ভাবে বিল জাল করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পেমেন্ট সংক্রান্ত খাতাপত্র সীজ করে অফিস ঘরটি সীল করা হয়েছে। এবং ৩ জানুয়ারী সি এম ও এইচ অফিসের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের উপস্থিতিতে কর্মীদের বেতন দেওয়া হয়। আরো জানা যায় মহকুমা শাসক গত ২ জানুয়ারী এ জি ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে একটি স্পেশাল টিম পাঠিয়ে তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে রেডিওগ্রাম করেছেন।

বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

নবারুণ : ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী গত ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন কেন্দ্রের ওয়েলফেয়ার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় গ্রাণ্ড মিউজিক্যাল নাইটের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বোম্বের এবং কলকাতার সঙ্গীত ও নাট্য জগতের খ্যাতনামা শিল্পী-বৃন্দ ও নায়ক বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী।

পুষ্প প্রদর্শনী

জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে এই প্রথম একটি পুষ্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে। এক সাক্ষাৎকারে লায়ন্স ক্লাবের সেক্রেটারী দিলীপ সাহা আমাদের প্রতিনিধিকে এই খবর জানান।

ত্যাগ করলেন বহু সদস্য

(১ম পাতার পর)

ব্লকে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যায়। অন্য সূত্রে জানা যায় ধুলিয়ান অঞ্চলের পুরোনো কর্মী বা নেতারা এই কনভেনশনে যোগ দেননি এবং দল ত্যাগের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেননি। নতুনদের যোগদানে আর এস পির যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল এই ঘটনায় তা তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ল বলে স্থানীয় মানুষ মনে করছেন।

বাংলাদেশী গ্রেপ্তার

(১ম পাতার পর)

করে। গ্রামবাসীরা কাষ্টমস্ কর্মীদের ঘাটের ধারে বেশ কিছু বাড়ীতে বাংলাদেশী চোরাকারবারীরা লুকিয়ে আছে জানালেও তাঁরা নাকি চুপচাপ থাকেন।

জলের তলে

(১ম পাতার পর)

পুরসভাকে হস্তান্তরের অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে পূর্ত বিভাগ নাকি জায়গাটি হস্তান্তরে রাজী নন। এমন কি বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণে তাঁদের কোন উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না।

অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন

(১ম পাতার পর)

মজুরী পান ১১০ টাকা। গত কয়েক বছর ধরে সুতোর অভাবে তাঁতিরা বছরে তিন থেকে চার মাস কাজ পান। অন্য সময় বেকার। এই বেকারত্বের জ্বালা মেটানোর জন্য কেউ সবজির বোঝা মাথায় নিয়ে হাটে বসছেন কেউ রিক্সা চালাচ্ছেন।

এই প্রতিবেদক পর্যবেক্ষণ করে একটি বিশেষ দিকের সন্ধান পেয়েছেন তা হলো সমিতি বহির্ভূত তাঁতিরা সারা বছর কাজ পেলেও সুতোর অভাবে সমিতির তাঁতিরা বছরে তিন থেকে চার মাস কাজ পান। অন্য সময় এদের বেশ কিছু অংশ ৮০ থেকে ৯০ টাকা মজুরীতে সমিতি বহির্ভূত তাঁতিদের সহকারী হিসাবে কাজ করেন। তাঁত শিল্পী বিপদ দাস, প্রকাশ দাস, গোবর্ধন দাসের মত হাজার তাঁতি দিনের পর দিন অভাবের তাড়নায় ঋণে জর্জরিত হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছেন। সাধারণ তাঁতিদের অভিযোগ এ অবস্থা এমন করুণ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে যে কিছুদিনের মধ্যে যথাযথ ভাবে সুতোর যোগান না পেলে এবং মজুরী বৃদ্ধি না হলে ঘটনা বিশেষ দিকে মোড় নেবে। সব চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা তাঁতিদের এই করুণ অবস্থা দূর করতে সরকার এখনো পর্যন্ত কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

নতুন বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের গোডাউন কলোনীতে দু'কাঠা জমির উপর প্রায় সম্পূর্ণ নতুন বাড়ী বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন— শ্রীদুর্গা প্রেস, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

জায়গা বিক্রয়

বাহাদীনগর কলোনীতে বাগান বাড়ীসহ ৫৩ কাঠা জায়গা বিক্রয় আছে। পথ নির্দ্দেশ—রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতালের সামনে খড়খাড় ব্রীজের বাম পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটা ১০/১২ মিনিটের পথ। সত্বর যোগাযোগ করুন— শ্রীসহদেব সরকার গ্রাম বাহাদীনগর কলোনী পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

খ্রীষ্টমাস উৎসব উদ্‌যাপিত

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চ গত ২৪ ডিসেম্বর রাত ১২টার পর প্রভু যীশুখৃষ্টের জন্মদিন যথোচিত মর্য্যাদায় পালন করেন। দুর্যোগ-পূর্ণ আবহাওয়া অতিক্রম করেও খৃষ্টধর্মের বহু মানুষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। চার্চের ফাদার এসকারিয়া সকলকে শুভ কামনা জানান।

Advertisement

Wanted a graduate with Geography preferably trained in leave vacancy in Sahebnagar High School P.O. Kankuria. Dt. Murshidabad. Appear before the Selection Committee with original certificates and testimonials and two sets of attested copies thereof on Wednesday the 15th January 1992 at 12-30 P. M.

Secretary

★ বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান ★

স্থান : মোরগ্রাম বাসষ্ট্যাণ্ড মাঠ

তারিখ : ১২ই জানুয়ারী '৯২ রবিবার (২৭শে পৌষ '৯৮)

সময়—রাত্রি ৯টা

॥ মহঃ আজিজ ও পাপিয়া নাইট ॥

বিশেষ অতিথি—মুনমুন সেন

তৎসহ

কুণাল দত্ত, কুমার অভিজিৎ, নৃপেন পাল, রেশমা সিং, শেফালী ও আরও অনেকে।

প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন

সুবিধাজনক ও সহজ কিস্তিতে সাইকেল, টিভি, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদি দেওয়া হয়।

যোগাযোগ কেন্দ্র :

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া : রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।